shot on moto g8 plus
Prasenjit's photography

ও অসম্পূর্ণতাকে প্রকট করে দেয়।

সুইজির মতে দ্বাদশ শতকের ব্যবসা বাণিজ্য এবং নগরায়নের প্রক্রিয়া সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। সুতরাং সুইজি ডবের মূল ব্যাখ্যার সমালোচনা করে লিখেছেন সামন্তপ্রভুর ক্রমবর্ধমান বিলাসের দাবী আসলে বাণিজ্যের বিকাশ (Exchange Economy) এবং শহুরে জীবন যাত্রার উদ্ভবের ফল।

ডব এবং সুইজির সমসাময়িক ইতিহাসবিদ মাইকেল পস্তান সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জনসংখ্যার ভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের ব্যবস্থার সংকটে সর্বপ্রথম ম্যালথাসীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন পস্তান। পস্তান বলেন, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার সাথে খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং পতিত জমিতেও চাষাবাদ শুরু হয়। পরিণামে খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে। পস্তান লিখেছেন, একদিকে জনসংখ্যা যেমনই বাড়ে তেমনই চতুর্দশ শতক থেকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কারণে জনসংখ্যা আবার কমতে থাকে। যার অনিবার্য ফল ছিল শ্রমশক্তি হ্রাসের আশঙ্কা। ফলে সামন্তপ্রভুরা ভূমিদাসদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হন, ভূমিদাসদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়। ভেঙে পড়ে সামন্ততন্ত্র।

ব্রিটিশ মার্কসীয় ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রেনার ১৯৭০ এর দশকে Past and Present পত্রিকায় তাঁর "Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe" গ্রন্থে বাণিজ্যিকীকরণ এবং জনসংখ্যার তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেন। ব্রেনারের মতে সামন্ততান্ত্রিক যুগে পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপের বিন্যাস একরকম ছিল না। পশ্চিম ইউরোপে বিশেষত ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ডে রাজশক্তি এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে সমতার দ্বন্দ্ব ছিল। রাজশক্তি সামন্তশ্রেণি হিসেবে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা করত। অভিজাত বর্গের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজাকে তার সামরিক শক্তি বাড়াতে হয়, যা আসত ভূমিদাসদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই কারণে পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসদের ন্যূনতম কিছু অধিকার ছিল যা সামন্তপ্রভুরা লঙ্ঘন করতে পারতো না। কারণ সেই অধিকার রক্ষা করতেন স্বয়ং রাজশক্তি।